ছবি ও ছড়ায় ছোটদের কাগজ

ডিং ডং পিং পং



নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শারদ–১৪১৫



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি ও স্ক্যান : দেবাশীষ রায়

এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

ডিং ডং পিং পং-এর নিয়মাবলী

ডিং ডং পিং পং শিশু কিশোরদের জন্য প্রকাশিত ষান্মাসিক ছড়ার পত্রিকা। **নববর্ষ** ও **শারদ** সংখ্যা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে **১লা বৈশাখ** ও **মহালয়াতে**।

নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ছড়া পাঠাতে হবে **ফেব্রুয়ারীর ১৫** তারিখের মধ্যে এবং শারদ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে হবে **১৫ই জুলাই** এর মধ্যে। ছড়া হবে **অনধিক ১২ পংক্তির**। অমনোনীত বিষয় ফেরত হয় না। পত্রিকা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে জবাবী কার্ড / ডাকটিকিট পাঠাতে হবে। লেখা মনোনয়নে সম্পাদকমণ্ডলীর রায় চূড়ান্ত।

ছোটদের জন্য

স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণী ও স্কুলের নামসহ লেখা / আঁকা পাঠাতে হবে। ছবির মাপ চার ইঞ্চি-চার ইঞ্চির মধ্যে রাখতে হবে। কালো রঙ বা পেনসিলে আঁকতে হবে, রঙ চলবে না। নকল ছড়া বা ছবি পাঠানো চলবে না।

আবেদন

পত্রিকাটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে মাত্র কুড়ি টাকা দিয়ে দুটি সংখ্যার জন্য বার্ষিক গ্রাহক হোন। গ্রাহক চাঁদা / অনুদান অথবা লেখা পাঠান এই ঠিকানায়

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
(সম্পাদক)
ডিং ডং পিং পং
বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর
পোঃ—বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম
৭৩১১০৩
দূরভাষ ০৩৪৬২ ২২৫৭৪১
চলমান দূরভাষ ৯৪৭৪৬৩২৬৪০

সম্পাদকীয়

পাখির বাসায় আলোর ছটা
বেজিং অলিম্পিকে
দীপাবলীর এই রোশনাই
ছড়ায় চতুর্দিকে।

পাখির চোখে চোখ রাখলেই
নিশানা হয় স্থির
অর্জুন তাই ভারত সেরা
দিগ্বিজয়ী বীর।

চোখ রেখে ঠিক চাঁদমারিতে
রাইফেল গর্জায়
তারপর দেখি সোনার ছেলে
কড়া নাড়ে দরজায়।

অলিম্পিকে সোনার পদক
জিতল অভিনব
সবাই খুশি পাড়ার ছেলে
মরুৎ, ক্ষিতি, নভঃ।

আরও দুই ছেলে দুখানা পদক
আনল এবার জিতে
এই তিনজন দেশের গর্ব
বিখ্যাত পৃথিবীতে।

এই ভারতের মহামানবের
গাই তব জয়গাথা
জন-গণ-মন অধিনায়কেরা
ফের উঁচু কর মাথা।

সহ-সম্পাদক—অখিল সিনহা, প্রবীর কুমার দাস
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ—আশিস কর্মকার

সূচীপত্র

॥ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর ॥

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক—ডিং ডং পিং পং

বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর, পোঃ—বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম, ৭৩১১০৩

দূরভাষ ০৩৪৬২ ২২৫৭৪১ চলমান দূরভাষ ৯৪৭৪৬৩২৬৪০

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

এন. এস. ভি. (N.S.V.)

বিনা ছুরিতে, বিনা কাঁচিতে অথচ যন্ত্রণাহীন পুরুষের নির্বীজকরণ অপারেশন

এই অপারেশনের পরে একই উদ্যম, একই আনন্দ, একই কর্মক্ষমতা এবং একই যৌন ক্ষমতা বজায় থাকে।
অবাঞ্ছিত সন্তান আসবে না জেনে পরিবার সীমিত থাকার দরুণ দাম্পত্য জীবন আরও মধুর হয়।
সন্তানের যত্ন, শিক্ষা, চিকিৎসার অঢেল সুযোগে চাপ মুক্তহীন পিতা-মাতার নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

অপারেশনকারী পাবেন নগদ ১১০০ টাকা
গ্রহীতাকে অপারেশন করাতে যিনি নিয়ে আসবেন তিনি পাবেন নগদ ২০০ টাকা

বীরভূম জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের আই.ই.সি. শাখা হইতে প্রচারিত।

তিনটি লিমেরিক

পবিত্র সরকার

১. <u>সহজে ইংরিজি শেখা</u>

হেসেখেলে নিতে চাও ইংরিজি শিখে ?
তবে বাপু ঘরে বসে যাও শুধু লিখে—
পাতা ভরে, খাতা ভরে
একটাই কথা ওরে—
'ভারী কুজ্ঝটিকা সে আট্‌লান্টিকে।'

২. <u>টাকের চিকিৎসা</u>

টাক পড়েছে, সে-টাক ঢাকা যাচ্ছে না আর ছাতায়,
মনের কষ্টে শুয়ে থাকেন শরীর মুড়ে কাঁথায়,
গিন্নি বলেন ভীষণ তেড়ে
উঠুন তো স্যার শয্যা ছেড়ে,
টাক পালাবে—আলকাতরা চুটিয়ে মাখুন মাথায়,

৩. <u>মুর্শিদাবাদে</u>

কানাঘুষো শুনেছি যে, মুর্শিদাবাদে
কারা নাকি পুঁই দিয়ে রুইমাছ রাঁধে।
নিজেরা অল্প খায় ;
যতখানি থেকে যায়—
পাড়াতে বেরিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি সাধে॥



আমার দেশ

আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়

এই যে শালিক এই যে হাঁস
এই যে মাটি এই আকাশ
এই যে ছায়া এই যে রোদ
এই যে খুশি এই আমোদ
এই যে হাসি এই যে গান
এই যে বাড়ি এই উঠান
এই যে তুফান এই যে ঝড়
এই যে মরু এই সাগর
এই যে কুঁড়ি এই যে ফুল,
এই যে নদী ঢেউ দুকূল
—ছাপিয়ে দেখি বইছে বেশ
এসব নিয়েই আমার দেশ।

লিমেরিক

বিমল মৈত্র

এক আছে ভূত অতি অদ্ভুত আছে তার আভিজাত্য—
আশেপাশে কাছে যারা তার আছে সকলেই তার ব্রাত্য।
আপদে বিপদে শোকে যদি পড়ে
চায় নাকো কেউ 'আহা উহু' করে,
উঁচু নিচু ভেদ আছে এই ক্লেদ—কেটে যায় দিন রাত তো !!

এটা আবার কেমন ধারা

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বৃষ্টি নামে ঝুপুর ঝাপুর,
কাঁঠাল পাতায় বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে টুপুর টাপুর।
শুষছে কেমন উঁচু ডালের পাতায় পাতায় বৃষ্টি ধারা,
ছিটেফোঁটা নীচের দিকে দিচ্ছে ওরা সৃষ্টি ছাড়া,
সবটুকু কি ওরাই খাবে ? এটা আবার কেমন ধারা !

ঠিক যেন ভাই, উঁচুতলার মানুষগুলো নীচু-নীচু
এঁটো কাঁটা দেয় যে ছুঁড়ে গরীব দিকে কিছু কিছু।
জবর পেটে দিচ্ছে কবর চিলি চিকেন, হিলশা যারা,
তারাই নাকি বড় মানুষ, দয়া দেখায় আবার তারা,
সবটুকু কি ওরাই খাবে ? এটা আবার কেমন ধারা !



সত্যের পথ

প্রদীপ কুমার সামন্ত

সত্য দিয়ে গড়বো মোরা
আমাদের এই স্বাধীন দেশ
স্নেহ মায়া-মমতা মেখে
রাখব না মনে কোনও দ্বেষ।

সরল সোজা মানুষ হয়ে
আলোর পথই খুঁজবো
সব জাতিকে এক করে ভাই
একই মানুষ বুঝবো।

সবল বাহু শক্তি দিয়ে
মুক্তির পথে চলবো
দলাদলি হানাহানি ছেড়ে
সত্য কথাই বলবো।

তাতেই যদি দুঃখ আসে
সত্যবীণায় সুর বাজাবো
নতুন নতুন ছন্দ দিয়ে
জীবনতরী ঠিক সাজাবো।

মিলেমিশে

শৈলেন কুমার দত্ত

চোগা চাপকান রোগা হাত টান
ভোগা সাতখান কহ যে !
খাকি গিরিধারী হাঁকি জুড়িগাড়ি
তা কি যাবে বাড়ি সহজে ?
মানি উঁচুনীচু জানি আগুপিছু
আনি সব কিছু জানো না ?
ডাহা ঘোরাঘুরি যাহা বেশ দূরই
তাহা বাহাদুরি মানো না !
আগে দেশবাড়ি জাগে রেশ ভারী
লাগে শেষ তারই মধুরই—
পাকা হাঁটাচলা শাঁখা লালপলা
আঁকা ছলাকলা বধূরই !
জানা কত বাকি না না অত ফাঁকি !
খানা তত নাকি বিফলে
যবে কীসে কীসে সবে খুঁজি দিশে
তবে মিলেমিশে কী ফলে ?







নীল নীলাকাশ

মহসীন মল্লিক

চোখ মেললেই টুকরো আকাশ
জানলা ফুঁড়ে পড়ছে ঝুঁকে
এক ফালি সে অভ্র জুড়ে
পায়রা ওড়ে পরম সুখে।
মাথার উপর মাথার পাশে
ঐ অম্বর নেই সীমানা
তার সে বুকে শুভ্র মেঘের
ওড়না ওড়ে নেই ঠিকানা
গগন থেকে রোদের ফালি
ঘরের কোণে জ্বলতে থাকে।
তার সে আলো হাতছানিতে
ডাকতে থাকে আমার মাকে।
মায়ের হাসি আমার মনে
আনলো খুশি হাজার লাখো
বেরিয়ে পড়ি তড়াক করে
রৌদ্র তুমি শুয়েই থাকো।
বাইরে আকাশ উদার বিশাল
সূর্যালোকে ঝিল-মিল-ঝিল
হাসছে শুধুই মিষ্টি হাসি
নীল-নীলাকাশ খিল-খিল-খিল॥

শরৎ

দীনবন্ধু হাজরা

এই তো আকাশ রোদ ঝলমল,
এই তো ঘন নীল
এক্ষুনি ফের ছড়ায় ডানা
জাম-রঙা মেঘ-চিল।
একখানা মেঘ আসছে উড়ে
একখানা মেঘ যায়
মধ্যিখানে সূয্যি হঠাৎ
দু-চোখ মেলে চায়।
দেখতে দেখতে বিষ্টি এল,
দম্‌কা দখিন হাওয়া,
হাওয়ায় হাওয়ায় খেয়াল খুশির
পান্‌সিখানি বাওয়া।

শরৎ এলেই

গোপাল কুম্ভকার

শরৎ এলেই দোলে কাশের মাথা
ডালে নাচে থোকায় থোকায় ফুল
ভোমর-অলি খোলে গানের খাতা
মৌমাছিদের কাজ হয়ে যায় ভুল।

শরৎ এলেই শিউলি ফোটে বনে
বর্ষা পালায় কোন সে তেপান্তর
খুশী আসে ছোটো বড়োর মনে
পুজোর বাতাস ঘোরে অতঃপর।

শরৎ এলেই শীর্ণস্রোতা নদী
মাতাল করা মহালয়ার গান
শরৎ মানেই ছন্দ নিরবধি
ছলকে ওঠা নতুন ধানের ঘ্রাণ।



আয় বিজ্ঞান পড়ি

বিজনবিহারী দে

বদ্ধ ঘরে থাকবো নাকো
বাড়ে দূষণ বায়ু
এই ভাবেতে করলে বাস
যায় যে কমে আয়ু।
বদ্ধ ঘরে আগুন জ্বেলে
করবো না ঘুম রান্না
দূষণ বায়ু প্রাণটি নেবে
জুড়বে সবাই কান্না।
বিজ্ঞান এটা বুঝিয়ে দিলো
আয় বিজ্ঞান পড়ি
গুরুমশায় যা বলেন সব
মনে গ্রহণ করি।



জলাতঙ্কের আতঙ্ক

অলোক দাঁ

গগনবাবু দেখলে কুকুর
করেন অতি ভক্তি,
কামড় খেয়ে সহ্য করার
নেইকো তাঁর শক্তি।
তিনটি হাজার বেরিয়ে যাবে
ইঞ্জেকশন নিতে,
দরকার কি কুকুর পুষে
হতে তার মিতে।
দেখলে কুকুর ছোঁড়েন তিনি
তাদের প্রিয় খাবার,
খেতে ব্যস্ত, হলে কুকুর
তিনি পগার পার।

মন ভরায়

সতীরঞ্জন আদক

থই থই থই ওই রোদ্দুর
ধান-খুশী মাঠ দেখি যদ্দূর
মুঠো মুঠো রঙ ছড়ায় রঙ ছড়ায়।

গাছে গাছে কত নানা রঙ পাখি
ডালে ডালে দুলে করে ডাকাডাকি
মিঠে মিঠে সুর ঝরায় সুর ঝরায়।

ঢেউ তুলে আজ নদী ভরপুর
গ্রাম ছেড়ে গ্রাম ছোটে বহুদূর
ছল ছল জল গড়ায় জল গড়ায়।

পথ থেকে পথ ওই চারপাশে
আঁকা হয় ছবি যেন ক্যানভাসে
মিলেমিশে মন ভরায় মন ভরায়।

রাত যেই নামে হয় নিঃঝুম
দেখি থেমে গিয়ে সব হাসি-ধূম
চোখে চোখে ঘুম জড়ায় ঘুম জড়ায়।

সেই ছড়াটা

তপন দাস

সেই ছড়াটা বৃষ্টি আনে
মাটির বুকে,
সেই ছড়াটা ফোটায় হাসি
শুকনো মুখে।
সেই ছড়াটা বাঁচতে শেখায়
দুঃখ ভুলে,
সেই ছড়াটা মানুষ গড়ে
শিকড় মূলে।
সেই ছড়াটা শুনতে চেয়ে
বায়না ধরে,
সেই ছড়াটা ছোট-বড়ো
সবাই পড়ে
সেই ছড়াটা ভেসে বেড়ায়
বুকের মাঝে,
সেই ছড়াটাই আওয়াজ তোলে
সকাল-সাঁঝে।

ঘুমপাড়ানী ছড়া
অসীমা হাজরা

বাঁশবাগানে হুতোমপাখি
ডাকছে হুমো-হুমো
অন্ধকারে নাড়ছে মাথা
দু-বোন উমো ঝুমো
'হুক্কাহুয়া' ডাকছে শেয়াল ধুমো—
খোকন সোনা, দিই তোকে দোল,
এবার কোলে ঘুমো।
কালকে যাবো মামার বাড়ি
আসবে টাটা সুমো
লক্ষ্মীসোনা, এই তো দিলাম
দুই গালে তোর চুমো—
ঘুমো এবার ঘুমো।



ভূতের বাবার শ্রাদ্ধে
সুকুমার অঙ্কুর

ভূতের বাড়ি গিয়েছিলাম
সেদিন গভীর রাতে,
ভাগ্‌নে গদা সংগে ছিল
হ্যাংলা-টাও সাথে।
রাত দুপুরে রান্না হলো
বুনোওলের ডাঁটা,
ফড়িং ভাজা চাটনি ছিল
শিয়া কুলের কাঁটা।
খেয়ে দেয়ে তিন জনাতে
গল্প গুজব করি,
বিছুটি পাতার বিছানা পেতে
দিলাম গড়াগড়ি।
খাবার দাবার ছিলো ভালো
ছিলো না কোন ত্রুটি,
দোষের মধ্যে একটা দোষ
সবশেষে কুটকুটি।
গরল গেয়ে গরব করি
বলব কি রে আর,
ভূতের বাবার শ্রাদ্ধে যেন
যেও না খবর্দার !!

পাখির উদ্ভব
.গাবিন্দ পাল

ডাইনোসরস নামে ছিল
বিশাল দৈত্য প্রাণী,
তাদেরই সমগোত্র পাখি
প্রো অ্যাভিসকে জানি।

আর্কেয়নিসের চেহারা
পাখি পাখি বটে,
এদেরই বিবর্তনে পাখির
আধুনিকত্ব ঘটে।

কোটি কোটি বছর আগের
ঘটনা প্রবাহ এসব,
দৈত্যাকার পাখির মধ্যে
ডায়াট্রিমার উদ্ভব।

আকাশ বৌ-এর কান্না

নীলমাধব নাগ

ঘোমটা কেন টানলে তুমি
ওগো আকাশ বৌ
লজ্জা করে ? নাচবে নাকি
পুরুলিয়ার ছৌ ?
মুখটা কেন কালো দেখি
রাগ হয়েছে নাকি ?
চোখ থেকে ঐ কান্না-ধারা
নামল দেখি একি !
হাসি তোমার ভালোই লাগে
তবু কাঁদো তুমি
সিক্ত হোক সরস হোক
সাধের বঙ্গভূমি !

ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে
সবটুকু খুশি কুড়িয়ে
ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ি,

পড়াশোনা আঁকা ফেলিয়ে
পথঘাট সব পেরিয়ে
নেব সাগর নুড়ি,

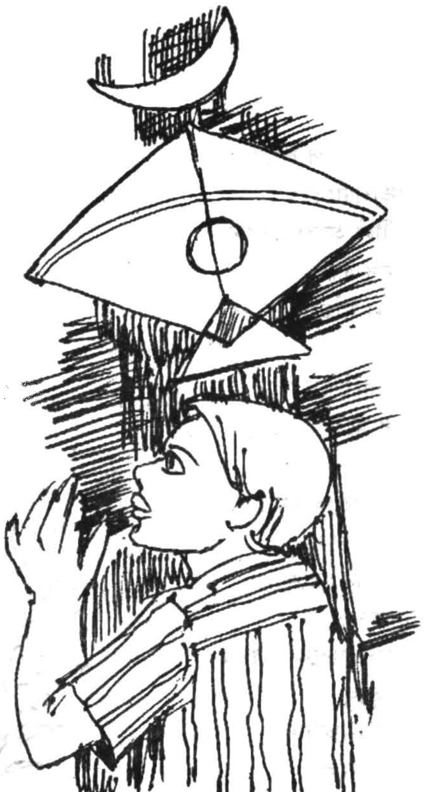
চাঁদটাকে ডেকে বলব :
তোর সাথে আজ খেলব
হংসচড়ার মাঠে,

জোছনাতে মাখামাখি
মা করুক ডাকাডাকি
খুঁজুক পথে ঘাটে॥

PEN SON ! পেনশন

শংকরলাল সাহা

হাওড়ার ব্যবসায়ী হরিরাম বাসকে
বিকেলের আড্ডায় বলে হারু দাসকে—
"আমার তো ছেলে আছে, আর আছে কারবার,
আমি বুড়ো হলে রেডি ছেলে হাল ধরবার।
তোমার তো ছেলে নেই, করো এক সার্ভিস,
রিটায়ার হলে পরে থাকবে না মনে Peace,
বসে বসে খাব আমি, নেই কোন চিন্তা,
তোমার কি হাল হবে ভাবি সারা দিনটা।"
হারু হাসে, "ছেলে নেই, আছে মনে দুঃখ,
চাকরী পাকলে তার মজাটাই মুখ্য।
সরকারী চাকরীর Penটাই মোর Son,
রিটায়ারে প্রতি মাসে পাবো মোটা Pension।"



খেলা
সঞ্জয় উপাধ্যায়

এক মনে ধ্যান করে
বক নদীকূলে,
কাকগুলো 'কা' 'কা' ক'রে
চালে বসে খেলে।
গাঁয়ের ছেলেরা খেলে
মরা নদী চরে,
জেলে-বৌ জাল নিয়ে
ছোট মাছ ধরে।
'চোখ গেল' ব'লে পাখী
কত ডেকে যায়,
টুনটুনি খেলে বেশ
বাঁশের ডগায়।

পুজোর সময়
উৎপল কুমার ধারা

পুজোর সময় খারাপ লাগে
মেঘলা আকাশটাকে
রোদ ভরা নীল আকাশ যখন
মেঘ দিয়ে মুখ ঢাকে !
উথাল-পাথাল মাতলা গাঙের
বাঁধভাঙা জলঝড়ে
দুঃখরা যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে
দরমা-বেড়ার ঘরে !

কী ভাল্লাগে পুজোর সময়
ব'লছি এবার শোন্
খুশির রঙে যখন সাজে
সকল মানুষজন !
যে-যার নিজের ঘরকে সাজায়
সকল দুঃখ ভুলে
ঢং-ঢং-ঢং ঘণ্টা—ছুটির
যেই পড়ে ইশকুলে !!

রোশনার জয়
আশিস কর্মকার

ওখানে ফুটলেও 'কাশ'
আকাশের নিচে
শরতের আগমনে
হাসে না ধবল হাসি।
দরকার সবই বুঝি
বুঝি না দর-কার বেশী
কলের হাসি নাকি
রাখালিয়া বাঁশি ?
শীতের রাতে সানাই এর সুর
শুনিনা শিবার কণ্ঠে,
পূর্ণেন্দুর রূপালী ওড়না
কে যেন নিয়েছে লুটে।
হালের চাষী করে নাকো চাষ
ধরে না হালের বাঁট,
আলোর রোশনাই মুখ ঢাকে আজ
'মুথাবেড়িয়া'র মাঠ।
গহন আঁধারে যন্ত্রি হেসেছে
যন্ত্র দূরিবে ভয়,
জোছনা বধিয়া রোশনা হেসেছে
আঁধারে করিতে জয়।





ঢাকির ছবি

পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দি ঘরের ছোট্ট ছেলেটা
ঢাকের শব্দ শুনে
জানালার কাছে দাঁড়ায় এসে
খুশি রং জাল বুনে।

তা দেখে মা তার বকাবকি করে
শুধু বলে বই পড়ো
ভূগোল বইটা শেষ হলেই
অঙ্কের খাতা ধরো।

দুপুরে খেয়েই ঘুমতে যেও না
আঁকবে পুবের রবি
আসছে শরত দশভূজা আঁকো
আঁকবে ঢাকির ছবি।

ছেলেটার চোখে জল ঝরে পড়ে
শুধু ভাবে মনে মনে
চোখে না দেখলে ঢাকির চেহারা
আঁকব আমি কেমনে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

মালিপাখি

রাত মানি না, দিন মানি না,
এখন আমার গল্প চাই !
গল্প লেখা অতই সহজ ?
খড়, বিচুলি, চল পোঁচাই !!

কাস্তে কোথায় ? ঠিক জানা নেই।
আচ্ছা তবে সর্ষে কার ?
সর্ষে থাকুক, ঝাড়াই বাছাই
নেই প্রয়োজন তোর শেখার !!

ঠিক বলেছিস, কাজ কিছু নেই,
নাক ডুবিয়ে পেস্তা খাই !
সে তো বটেই, করবো কি বল,
না যদি দিস—বেশ তাকাই !!

তাকিয়ে আছি নিজের মনেই,
রাত বেড়ে যায়, শান্তি নেই !
তাই ভেবেছি বুদ্ধিতে রোজ,
এখন দেবো শান দিনেই !!

শরতের চিঠি

শেফালী চক্রবর্তী

গাছের পাতায় শরত চিঠি লিখে
ছড়িয়ে দিলাম নীল আকাশের গায়
শাল পিয়ালের বনে শরত আসে
চন্দ্রমল্লিকারা সে চিঠি পায়।

যা উড়ে যা শিউলি সেইখানে
শরত আজো কাশবনে চড়ে ভেলা
রাতেরবেলা হিমের কুচি ঝরে
কড়া যে নাড়ছে শারদীয়া মেলা।

বাট্পাড়ি

অমর রাউত

মাল গন্তে বোম্বে যায়
ট্রেনযাত্রীর গুট্কা খায়
বেহুঁশ হয়ে পড়ল সে
ব্যাগ হাতাল বাটপাড়ে

হুঁশ হল তার ধানবাদে
সব খুইয়ে জোর কাঁদে
পুলিশকে সে বলবে কী ?
টাকায় ছিল কারসাজি।

হাতিয়ে ছিল ছিঁচকে চোর
শুধায় এসে—এ ব্যাগ তোর ?
মদনা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ দিন,
পাঁচশ টাকা না হয় নিন !

পকেট থেকে দেয় টাকা
চোর বলে, ধ্যাৎ অ্যাই ন্যাকা,
গালে থাপড় মারল জোর
'অচল নোটের ব্যবসা তোর' ?



খাবার

কল্পনা সিনহা



রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে খাবার উপাদেয় খাদ্য
বাড়ীর খাবার যতই ভালো খাওয়ায় কার সাধ্য
মজার খাবার ফুচকাগুলি স্বাদে অতুলনীয়
ভালো লাগে না মায়ের খাবার কীই বা করণীয়
বসে খাওয়া উঠেই গেল খাবার খাই দাঁড়িয়ে
পুরনো দিনের সব ব্যবস্থা কোথায় গেল হারিয়ে
ভোজবাড়িতেও ইচ্ছে মত নিচ্ছে ওগো চেয়ে
লজ্জা-শরম সবই গেছে, সবের মাথা খেয়ে
আর নেব না, আর একটু দিই, দিচ্ছে পাতে তাও
এসব জিনিস উঠেই গেছে, নিজে নিয়ে খাও।

সুযোগ সন্ধানী

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

'আচ্ছা তো উজবুক তুমি হে'—
বললেন বড়বাবু থানাতে—
'সাইকেল চুরি গেছে কবে সেই
এতদিন পরে এলে জানাতে !'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে নিবারণ,
'ঘটনাটা খুলে বলি তাহলে,
কি করে খবর দিই থানাতে
সাইকেল রিপেয়ার না হলে।'

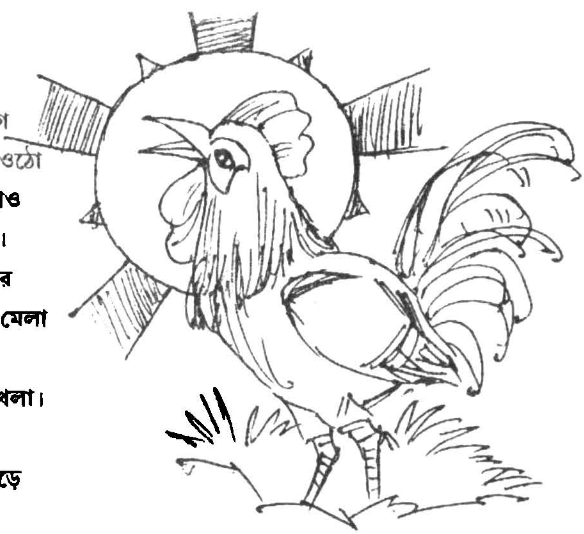
'শেষমেষ যে খবর পেয়েছি
ভাঙাচোরা সাইকেল সারিয়ে
ব্যাটা চোর ঘোরে ফেরে দিব্যি
শহর গঞ্জ সব ছাড়িয়ে।'

'এবার ফেরৎ পেলে সাইকেল
আমাকে হবে না আর সারাতে।
থানাতে এসেছি তাই দেরিতে
চাইনি যে এ সুযোগ হারাতে॥'



ভোর

দুর্গাচরণ ঘোষ



ভোর হয়েছে ডাকছে মোরগ
ওঠো গো সব ওঠো
ফর্সা আকাশ চোখ খুলে দাও
বড় এবং ছোট।
সে ডাক শুনেই কিচিরমিচির
নানান পাখির মেলা
শুরু হোল পূব আকাশে
আবির রাঙা খেলা।
ময়না টিয়া শালিক ফিঙে
সবাই বাসা ছাড়ে
ছড়িয়ে ডানা বকেরা সব
চলল নদীর ধারে।
দিন হোল যে জাগছে সবাই
রাঙা আকাশ দেখে
পেঁচারা সব বাসায় ফেরে
প্রভাতী রোদ মেখে।

আশীর্বাদ

অম্বুজাক্ষ দে

মেঘ ডাকে গুরু গুরু
কাঁপে বুক দুরু দুরু
চড়াৎ করে বাজ পড়ে
খাঁদি মাসীর খড়ের ঘরে।
আগুন জ্বলে দাউ দাউ
কাঁদে মাসী হাউ হাউ
ছুটে আসে ছেলের দল
ঘরে তারা ঢালে জল।
দেয় আগুন নিভিয়ে—
উঠে তারা হাঁপিয়ে
মাসী করে আশীর্বাদ
সবাই তোরা সুখে থাক্।



পেত্নী

অমরেন্দ্র দত্ত

সন্ধ্যা কালে
সজনে ডালে
পেত্নী হাসে
মাছের বাসে।
পুকুর জলে
জলের তলে
ঘুমোয় মাছ
দেখবে নাচ ?
বাপরে বাপ
মারলো ঝাঁপ
পেত্নী বুড়ি
কুড়োয় নুড়ি
মাছতো নেই
পেত্নী কেই
কাটলো সাপ
বাপরে বাপ।

দস্যি

গৌরগোপাল পাল

সারাদিন ভাবি মনে
ভাল হয়ে চলবো।
কখনো না কারো সনে
কু-কথাটি বলবো॥
বুঝি নাকো তবু কেন
কু-বুদ্ধি মাথাতে।
পলকেই খেলে যেন
দেখি প্রতি কথাতে॥
নিজেকে খারাপ লাগে
কিছু ভাল লাগে না।
সুযোগ এলেই বাগে
বুদ্ধি যে ছাড়ে না॥
বাবাকে বলি যে কত
কেন নাও নস্যি।
শোনে না তা বাবা যত
তত হই দস্যি॥

খোকার খাওয়া

জগদীশ মণ্ডল

খোকা তুমি ভাত খেয়ে নাও
মাছ এনেছি ভাজা,
টপটপাটপ পারলে খেতে
গল্প বলব তাজা।
তোমায় আমি বলতে পারি
রাজপুত্তুর বাড়ি,
রাজকন্যা কেমন করে
করত মিছে আড়ি।
বলছি শোন রাক্ষসেরা
কোথায় করে খেলা,
অমাবস্যায় ভূত পেত্নির
বসে কোথায় মেলা।
বলতে পারি চাঁদের বুড়ি
কখন সুতো কাটে,
ফুলের দেশে পরী কখন
রাস্তা দিয়ে হাঁটে।
গল্পে গল্পে খাওয়া শেষ
দুষ্টু খোকা হাসে,
মায়ের মত গল্প বলা
কে আর ভালবাসে।



অভিলাষ

প্রদীপ্তনারায়ণ ভট্টাচার্য

খোকা বলে, 'মা আমি বড় হলে
হব দেখো নামকরা ডাক্তার
আমার গাঁয়ে থাকবে না
একটাও রোগী আর।
অসুস্থ মা বলে, 'খোকা,
বড় ডাক্তার হতে গেলে
পড়তে হবে অনেক পড়া
যেতে হবে শহর চড়ে রেলে।'
খোকা বলে, 'ডাক্তারী পড়ে
ফিরে সেবা করব জীবন ধরে।'

নতুন চাষী

পার্থ সিন্‌হা

ধানে নয়, গমে নয়
বিষ, নিজ শরীরে ;
স্প্রে করে নিধিরাম
দেখে, হেসে মরি-রে !

'রোগ-পোকা ম'রে ওতে'
কারণ সে দর্শায় ;
'ভালো থাকে দেহ-মন
গ্রীষ্ম কি বর্ষায় !'

জৈব কি রসায়ন
সার মেপে ওজনে
জল সহ গিলে খেয়ে
বলে শেষ ভোজনে....,

'পুষ্টি কী মেলে এতো
ভিটামিন শিশিতে ?'
মিছে হয় অপচয়
বিষ, সার, কৃষিতে !

তুমি কি পারো না

বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে

সূয্যি ঠাকুর, সূয্যি ঠাকুর
বর্ষা কিম্বা শীতে
পারো নাকো তুমি এসে
তাপের ছোঁয়া দিতে ?

বর্ষাকালে বৃষ্টি বাদল
কাঁপি শীতের দিনে
গরমকালেই তাপের ছোঁয়া !
গেছি তোমায় চিনে।

শীতকালে যে তাপটি দিলে
গরম হত সেটাই
ছোট্ট শিশু বোঝে নাকো
তাইতো ধরে পেটাই।



বৃষ্টি ও কনে বউ

স্মরজিৎ বিশ্বাস

আয় বৃষ্টি টাপুর টুপুর
প্রাণ করে আনচান।
বৃষ্টি চেয়ে একলা বধূ
চান ঘরে গায় গান।
হঠাৎ করে মেঘের মেলা
বৃষ্টি ঝেঁপে এলো।
কাজের বাড়ি একলাটি বউ
ঘর যে এলোমেলো।
খামার জুড়ে ধান ছড়ানো
দেয়াল জুড়ে ঘুঁটে।
ভাত ফুটে জাউ ; শেষ হল না
তরকারী সব কুটে।
জামা কাপড় বাইরে মেলা
তাও হল না তোলা।
বৃষ্টি এসে দিচ্ছে উঁকি
জানলা দুয়ার খোলা।
ছাগলছানা কাঁদছে ভয়ে
মুরগি ডাকে ভিজে।
একলাটি বউ পায় না ভেবে
এখন করে কী যে !
বৃষ্টি ভিজে সবই ন্যাতা
নষ্ট গৃহস্থালি।
বৃষ্টি বলে ও কনে বউ
পাড়ছো কেন গালি ?

ভূতের নাচন

গুরুপদ ঘোষ

শীতের রাতে ভূতের ছানা,
বলছে মাকে, 'কিনে দে না,'
গরম জামা শাল সোয়েটার,
মোজা জুতো আর মাফ্‌লার।
ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঁপতে থাকি
লাগছে হাড়ে ঠোকাঠুকি।
মা বলছে, 'আ মলো যা,
ভূতের আবার জামা মোজা ?
শুনলে কথা হাসবে লোকে
ভূত দেখে আর ভয় পাবে কে ?
পোশাক পরবে, শোন কথা
ভূতের কদর থাকবে কোথা ?
'তার চেয়ে যা ঠাণ্ডা জলে,
ডুব দিয়ে আয় কালী বলে।'
তবুও সেই ভূতের ছানা
বায়না ধরে, 'পোশাক দে না।'
ভূতের মা'টি রেগে জ্বলে
ফেলল ছা'কে ঠাণ্ডা জলে।
হি-হি-হি-হি কাঁপছে ছানা
ভূতের নাচন দেখে যা না।

দুষ্টু মিষ্টি

সৌরেন্দু চট্টোপাধ্যায়

একটি মেয়ে দুষ্টু অতি
অন্যটি শান্ত।
একটি মেয়ে হাসত শুধু
অন্যটি কাঁদত।
একটি মেয়ে অঙ্ক কষে
অন্যটি হিষ্টি।
একটি মেয়ে নোনতা খাবে
অন্যটি মিষ্টি।
দু-জনাতে ঝগড়া করে
খেলনা পুতুল নিয়ে।
দু-জনাতে ভাব হয়
মামার বাড়ী গিয়ে।

নদীর পারে

সুচিত চক্রবর্তী

নদীর পারে
মাঠের ধারে
বকগুলো বেশ
করতো খেলা।

গায়ে গায়ে
পায়ে পায়ে
গাছ-গাছালি
কাটায় বেলা॥

সবুজ সবুজ
ঘাসে ঘাসে
পাখিরা সব
সারি সারি।

ওদের পাশে
খেলতে এসে
ভুলে যে যাই
নিজের বাড়ি॥



আমরা শিশু

তপন কুমার বৈরাগ্য

আমরা শিশু জগৎ যিশু
খুঁজে বেড়াই মেঘের ছায়া
পক্ষীরাজের পিঠে চড়ি
বুকের মাঝে গভীর মায়া।

সাতসমুদ্র তেরো নদী
তেপান্তরের পথটি ধরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীকে
কল্পনাতে আনছি ঘরে।

আমরা শিশু দল বেঁধে ধাই
ছোট বড় ছেলেমেয়ে
আনন্দ আর ছন্দ গানে
এগিয়ে চলি নৌকা বেয়ে।

সাঁঝের তারায় নিত্য খুঁজি
অচিনপুরের মিষ্টি সে রূপ
সহজ সরল মনের মাঝে
জ্বালাই প্রদীপ সুগন্ধি ধূপ।

আমরা শিশু কোমল-কমল
মিলবো সাগর পাহাড় কোলে
সোনালী দিন রূপালী চাঁদ
মনের মাঝে নিত্য দোলে !



সাদা পরিস্কার ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে লেখা পাঠান। পোস্টকার্ডে ছড়া পাঠাবেন না, বাতিল হবে। পোস্টকার্ডের লেখা ছাপার জন্য বিবেচিত হতে পারে তখনই, যখন লেখাটি হবে উচ্চমানের, সঙ্গে থাকবে জবাবী কার্ড এবং প্রেরক হবেন ন্যূনতম ২ বৎসরের গ্রাহক অথবা কেবলমাত্র সম্পাদকের আমন্ত্রিত লেখক।

পুজোর কদিন

দিলীপ কুমার চক্রবর্তী

আকাশ নীল মেঘের খেলা খুনসুটি আর দুষ্টুমি
পুজোর জামা, নতুন জুতোয় বেজায় খুশি মৌসুমি,
ঢ্যাম কুর কুর ঢাকের তালে এসেই গেল সপ্তমী
দেখতে দেখতে কাটল যে দিন আজকে পুজোর অষ্টমী।

সন্ধি পুজো শেষে দিলাম নবমীর এ অঞ্জলি,
দশমীতে দুঃখ ভরা সিঁদুর নিয়ে রঙ খেলি,
বিসর্জনে দুর্গামাকে গঙ্গাজলে দেই ফেলি,
একাদশীর কোলাকুলি বিবাদ বিভেদ সব ভুলি।

স্যাটেলাইট

রাসবিহারী দত্ত

স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট
নকল উপগ্রহ
বন বন বন মাথার উপর
ঘুরছে অহরহ।

ভূমিকম্প ঝড়-তুফানের
এবং নবগ্রহ
তুলছে ছবি দিচ্ছে খবর
বিশ্বকে প্রত্যহ।

স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট
তোমরা কি কেউ জানো
মানুষ মারার ফন্দি আঁটে
কলকব্জার দানো।

পাখিগুলো

বিধান সাহা

দোয়েল বড় ঝগড়া করে
বুলবুলির সাথে
চড়াইয়ের কিচিরমিচির
কেবল দিনেরাতে।

সকাল হলেই কাকের ডাকে
ঘুমের থেকে ওঠা ;
শালিকগুলোর ঝাপটা দেখে
ফুলের কলি ফোটা।

টুনটুনিটা পালায় শুধু
গাছের ডাল ছেড়ে ;
বাবুই পাখি বুনছে বাসা
ঝাঁটার কাঠি পেড়ে।

ভুবনডাঙ্গা

চণ্ডীচরণ সিংহরায়

হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে
ভুবনডাঙ্গার পথ
আম, জাম, বট, আকাশ, বাতাস
নদীটি মাতৃবৎ॥

পথের ধুলোরা উড়তো এলে
গা-শিরশির হাওয়া—
সুখের কাঁটা বিঁধতো মনেতে
বৃষ্টিতে গান গাওয়া॥

কলের ধোঁয়া উড়তো নাকো
তালপাতা হাতপাখা,
মমতা মাখানো আল্‌পনা ছিলো
মনের পত্রে আঁকা॥

হঠাৎ বিষম লাগলো জোয়ার
ভাসলো 'ভুবনডাঙা'
সংস্কারের হাতুড়ির ঘায়ে
পুরাতন হ'ল ভাঙা॥

ঘুমে-জাগরণে স্বপ্নে বিভোর
কাস্তে বেচেছে চাষী ;
সুখ কিনেছে ফাট্‌কাবাজিতে
শান্তি যে পরবাসী॥





শিউলি ফুলের বনে

মোহাম্মদ আলী বুলবুল

বাবলা পাতায়   তির্ তির্ তির্
ভোরের শিশিরমাখা
মাঠ পেরোলেই   সূর্য তিলক
আকাশ পটেই আঁকা।

সবুজ গাঁয়ের   ছায়ায় ছায়ায়
গাঙ্ শালিকের ঝাঁক
বাগানপাড়ার   ওদিক থেকেই
ঝিম্‌কি নদীর বাঁক।

নদীর তীরেই   কাশের চামর
দুলছে বারংবার
দিঘির বুকেই   হাসছে পদ্ম
খুলছে নয়ন তার।

আকাশ নীলেই   খুশির জোয়ার
মন-ছুঁই-ছুঁই মাটি
সবুজ মাঠের   সবুজ শোভায়
পাতছে শীতল পাটি।

গানের পাখিরা   গান গেয়ে যায়
সুরের লহর মনে
গন্ধ ছড়ায়   গন্ধ ছড়ায়
শিউলি ফুলের বনে।

চলার পথে

অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী

সবার মাঝে কেউ নিজেকে
রাখবে নাকো গুটিয়ে,
শেখার যত বিষয় আছে
শিখবে সবই খুঁটিয়ে।
আসল নকল রূপটি চিনে
বন্ধু নেবে জুটিয়ে
দেশের দশের সেবার কাজে
দাও নিজেকে লুটিয়ে।
কল্পনার ঐ অশ্বগুলি
বাস্তবে দাও ছুটিয়ে
মনের যত কুসুমকলি
ফুল করে দাও ফুটিয়ে।
জীবনটাকে নীচের থেকে
নাও উপরে উঠিয়ে
ভালো করে পড়া করে
পরীক্ষা দাও চুটিয়ে।

লঙ্কা কাণ্ড

ক্ষিতীশ সাঁতরা

রামায়ণটা জুড়ে থাকা কাণ্ডাকাণ্ডগুলি
তন্মধ্যে 'লঙ্কা কাণ্ড' নামটা কেন বলি—
রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ ঘুমের ছিল রাজা,
ভাঙতো না ঘুম কানের কাছে বাজলেও জোর বাজা

রাম-রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে পড়ে গেছে সাড়া
লঙ্কাপুরীর নহবতে বাজছে সানাই-কাঁড়া
এমন সময় খবর হল—কুম্ভকর্ণে চাই
ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তোল অন্য উপায় নাই।

রাজার হুকুম, চলল সবাই বাদ্যিবাজাসহ
কাটিয়ে দিতে হবে আজকে গভীর ঘুমের মোহ,
জাগো জাগো কুম্ভকর্ণ, কে কার কথা শোনে
বরং আরো লেপটে শোয় সে কোলবালিশটা টেনে।

বিষম ফ্যাসাদ সবাই বসে মাথায় দিয়ে হাত
এমন সময় মন্ত্রী বুড়ো করলে বাজীমাৎ
বললে, শোন লঙ্কা পুরে বস্তাখানেক আজ
নাকের ডগায় তুলে ধরো, হবেই হবে কাজ।

কথামতন বস্তাখানেক শুকনো লঙ্কা পুরে
কুম্ভকর্ণের নাকের ডগায় দিলে সবাই ধরে
আর কোথা যায়—হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো বিষমরকম হাঁচি
ঘুম ভেঙেছে—রাবণ বলে—নেহাৎ গেলাম বাঁচি।

এই কাণ্ড বাল্মীকিজী স্বয়ং নিজের চোখে
দেখেই ত্যানার রামায়ণে ফেলেন সেদিন লিখে
যদি বলেন, গল্পটা তো বানানো মনে হয়,
তবে বলব, সব গল্প সত্যি গল্প নয়।

তাল-তেল-তিল তত্ত্ব

তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

নিত্যগোপাল পাল
তিলকে করেন তাল
সেই তালেরই বড়া পাবেন
চলুন বরিশাল।
নন্দদুলাল সাহা
খেয়ে বলেন আহা
তাল-রাঁধুনি দুই-ই পাকা
'সত্য বটে তাহা' !
রোহিত কুমার সিং
তালের সাথে হিং
মিশিয়ে বানান এই রেসিপি
বিদ্রোহী তাইপিং।
চণ্ডীচরণ শীল
তালকে বানান তিল
সেই তিলেরই তেল মাখিয়ে
সামলান মুশকিল।
মুস্তাফিজুর খান
তিলের তেলই খান
কিন্তু মশাই কী মুশকিল
হয় না সমাধান।
সমরজিৎ দত্ত
তাই লিখলেন তত্ত্ব
তাল-তেল-তিল ভীষণ জটিল
যদিও সমসত্ত্ব।

ডিং ডং পিং পং পত্রিকায় এ যাবৎ প্রকাশিত সেরা ছড়াগুলি নিয়ে দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী বছর প্রকাশিত হবে একটি আকর্ষণীয় এবং সংগ্রহযোগ্য ছড়া সংকলন গ্রন্থ। অবিলম্বে আপনার সেরা ছড়াটি পাঠান (যদি কোন লেখা ডিং ডং পিং পং-এ এখনও প্রকাশিত না হয়ে থাকে) এবং আনুমানিক মূল্য ১০০ টাকা (২টি গ্রন্থের জন্য) M.O. পাঠিয়ে আপনার সাহচর্য সুনিশ্চিত করুন আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯-এর মধ্যে। (সম্পাদকমণ্ডলী, ডিং ডং পিং পং)

শারদীয়া

জয়রাম মণ্ডল

পুজো মানে শারদীয়া
শরৎকালের পর্ব,
দুর্গাদেবীর আগমনে
সব মানুষের গর্ব।

পুজো মানে কাশফুলের
অপরূপ শোভা,
শিউলি ফুলের মিঠে সুবাস
সবার মনোলোভা।

পুজো মানে ধান শীষের
বাতাস তালে দোলা,
হাসি-খুশীর সাথে সাথে
আনন্দে পথ চলা।

পুজো মানে মণ্ডা-মিঠাই
নতুন পোষাক পরা,
গুরুজনদের প্রণাম আর
ভালোবাসায় ভরা।

পুজো মানে ঠাকুর দেখা
এখান-সেখান যাওয়া,
মনের জিনিস এটা-সেটা
হয় যে দেওয়া-নেওয়া।

পুজো মানে নীল আকাশে
ছুটির প্রতিচ্ছবি,
মিঠে হাওয়ায় শীতের আভাস
ওঠা সোনার রবি।



কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র'কে

আনসার উল হক

ছন্দে ছোটান টাট্টু ঘোড়া
অচিনপুরের রাজ্যে
একশো বছর ধিনতা ধিনা
লেখায় কারুকাজ যে।

শিশু-কিশোর উপন্যাস আর
গান কবিতার খাতা
যাচ্ছি পুজোয় বেনামী পাঁক
শানিয়ে দিলেন মাথা।

ছোটোর মত সহজ সরল
বিচিত্র সব ছবি
পক্ষিরাজের ঘোড়ায় চড়ে
ঘুরছে মহান কবি।

কামার কুমোর সবার কবি
পাই ঘনাদার চিত্র
তাঁর লেখাতে শাশ্বত সুর
সবার তিনি মিত্র।

ছোটো বড় সবার প্রাণে
জ্বালিয়ে দিলেন আলো
মনের ভিতর জ্বললো আগুন
হটলো আঁধার কালো।

আজব শখ

হীরালাল সিনহা

এলোমেলো শখ তার নিত্য যে বায়না
তেলকালি মেখে রোজ দেখে মুখ আয়নায়।
ভোলাভালা মন তার শখটা যে ভিন্ন
সাজ-গোজে ব্যস্ত সে গায়ে জামা ছিন্ন।
নাম তার বহুরূপী ঘোরে গাঁয় গাঁয়।
সং সেজে পরে রয় জোড়া মল পায়।
কখনো সে ছাই মাখে লাল-নীল কাপড়ে
বহুরূপী সাজ তার লোক পড়ে ফাঁপরে।
কখনো সে ভোলানাথ কখনো বা কালী
ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদার মন হলে মালী।
কেউ করে হাসাহাসি কারো মুখ ভার
অদ্ভুত শখ তার মানবে না হার।



পড়া-খেলা

দেবশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অলিম্পিকে যাবই আমি, ধনুর্ভাঙা পণ,
মা যে বলেন, 'উঁহু উঁহু, পড়ায় দাও মন।'
যখন ভাবি, তবে আমি হবই হব 'পেজ',
বলেন মামা, 'চলো পড়াই, বাড়ছে তোমার এজ।'
দিদি ভালো লেখাপড়ায়, দাদা আমার জুয়েল,
স্বপ্নে আমার ইশান্ত, জাহির, মুরলী, ওয়ার্ন, সোহেল।
সকাল, দুপুর ইস্কুলেতে, বিকেল ছিল খালি,
বাবার আদেশ, 'বিকেলবেলায় আসবে বনমালি।
অঙ্ক, ভূগোল, ইংরাজীটা তোমায় কোচিং দেবে,
পারলে পরে বিজ্ঞানটাও আদায় করে নেবে।'
এত কিছুর পরেও সবার ক্ষোভের নেই শেষ,
'অলিম্পিকে পায় না পদক, এত্ত বড় দেশ !'

হবোই

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

রোদে গপাগপ গিলে
সরবৎ
খুব কষে সেজে গবু
বরবৎ
দিয়ে ছুট পরে বুট
ঝড়বৎ
যায় কাছে হিমালয়
পর্বত।
তারপরে নেয় পণ
হবোই
(নামী) ডাক্তার নীলরতন
ধরবৎ।

পিণ্টু কামার

সোমনাথ চক্রবর্তী

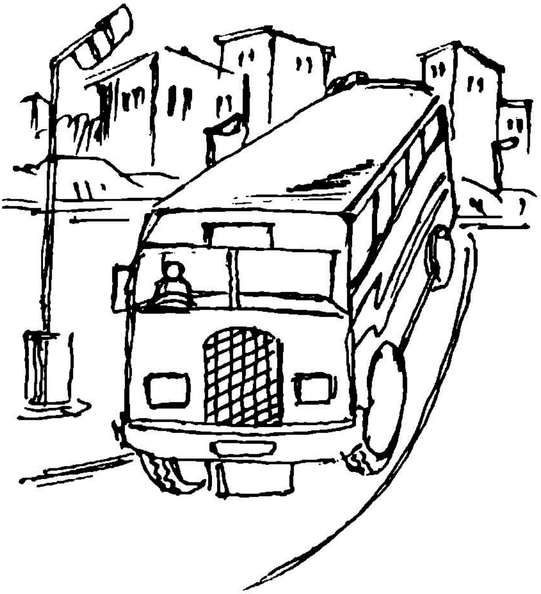
পিণ্টু কামার, অশোক মামার
মোটর চালায় রোজ ;
লোক ঠকিয়ে পাওনা ভালোই
রাত্রে ভুরিভোজ।

বাঁশবেড়িয়ার কুলতলাতে
ঘোষের বলদ হাসে ;
মোষের মতন মুখটা দেখে
মালিক পালায় ত্রাসে।

পিণ্টু গেল লিচুর বাগান
মুখটা করে নিচু ;
ডজনখানেক কুকুর ছোটে
চোরের পিছু পিছু.....

পিণ্টু করে তেল চুরি রোজ
চালায় মোটর জোরে ;
ধাক্কা খেয়ে ভাঙলো গাড়ি
পিণ্টু মাথা খোঁড়ে।

ঘোষের বলদ চেঁচায় জোরে
কামড়ে ধরে কান ;
পিণ্টু বলে, 'লালন প্রভু
বাঁচাও আমার জান।'





এই ছড়া

অপূর্ব কুমার কুণ্ডু

রাত্তিরে যা স্বপ্নে দেখি সেটাই রাখি লিখে,
বকুলতলায় ফুল ছড়ানো গন্ধটা চৌদিকে।

নীল পালকের একটা পাখির হঠাৎ ওড়াউড়ি,
চাঁদের গায়ে হেলান দিয়ে চরকা কাটে বুড়ি।

রাত্তিরে যা স্বপ্নে দেখি ভুলতে পারি কি তা,
থলকমলের পাপড়ি খোলা সত্যি দেখিনি তা।

অপরাজিতা রং-এর আকাশ টুকরো সাদা মেঘে,
হঠাৎ দেখি রামধনুকের রংটা আছে লেগে।

রাত্তিরে যা স্বপ্নে দেখি ভুলতে পারি কই,
সকাল এলে আলোয় ভরা আনন্দ হই-চই।

স্কুলের গাড়ি ডাকছে এখন, এখন শুধু পড়া,
রাত্তিরে রোজ স্বপ্ন দেখি তাই হ'ল এই ছড়া।

ঠাম্মা দিদা আর না এলে

ডাঃ জগন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

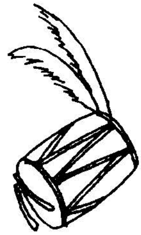
থাকতো যখন ঠাম্মা বেঁচে
রোজ শুনোতো সন্ধ্যে হলে
রূপ পরীদের গল্প গাথা
সুয়োরাণীর টাকার কাঁড়ি
দুয়োরাণীর দুখের ব্যথা।

পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়ে
কেমন করে রাত দুপুরে
রাজপুত্তুর পৌছে যেত
পাতাল দেশের মায়াপুরে।

সে দেশেতে সবাই ঘুমোয়
দিনে রাতে আপন ডেরায়
কেউ হাঁটে না খেলার মাঠে
ছোটে না কেউ বাজার হাটে।
রাজকন্যে মণিমালা
গলায় যে তার-হাজার টাকার
হাজার খানেক মুক্তোমালা
সারাজীবন তারও কাটে
শুধুই শুয়ে সোনার খাটে।

যখন জিয়ন কাঠির পরশ পেয়ে
উঠল সবাই সজীব হয়ে
রাজপুত্তুর সাথে তখন
সবাই দিল মণির বিয়ে।

ঠাম্মা দিদা না থাকলে
এ সব কথা কেইবা বলে
রূপপরীদের কথার ঝাঁপি
কেউ বুঝি আর খুলবে নাকি
ঠাম্মা দিদা আর না এলে
ঠাম্মা দিদা আর না এলে !





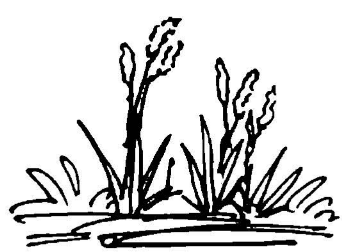
পাখির ফাঁকি

কনকেশ ঘড়ুই

সুন্দর এক টিয়া
উড়ত গাছে গাছে
উৎকণ্ঠায় থাকতো শুধু
কেউ বা ধরে পাছে।
একদিন ভুল করে
দারুণ অবসাদে
পেয়ারা খেতে গিয়ে
পড়ল ধরা ফাঁদে।

সেই থেকে সে ছিল
আমাদেরি খাঁচায়
বন্ধু হল সবার
নাম ধরে সে চেঁচায়।
খাঁচায় করে খেলা
জল ছোলা দিই তাকে
দাঁড়ের উপর বসে
আবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে।

সেদিন কি করে কি জানি
উঠে দেখি ভোরে
খাঁচার দরজা খোলা
পাখি গেছে উড়ে।
বুকটা করে খালি
আমার প্রিয় পাখি
এমনি করেই আমায়
দিয়ে গেল ফাঁকি।



গাছ আমাদের প্রাণ

প্রকৃতি ব্যানার্জী (পঞ্চম শ্রেণী,
পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়)

গাছ আমাদের বন্ধু রে ভাই,
গাছ আমাদের প্রাণ।
গাছের জন্যই বেঁচে আছি,
গাছের মহান দান।

গাছ ধরাকে সবুজ করে,
ভরায় মোদের প্রাণ।
গাছের দয়ায় বেঁচে আছি,
অক্সিজেন সে দান।

গাছের হাওয়া শীতল করে,
আমাদের মন-প্রাণ।
গাছের পাতায় লেগেই আছে,
শন্ শন্ শন্ গান।



সৌনক মুখার্জী
পঞ্চম শ্রেণি
বীরভূম জিলা স্কুল



দেবার্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বীরভূম

আগে বড় হও

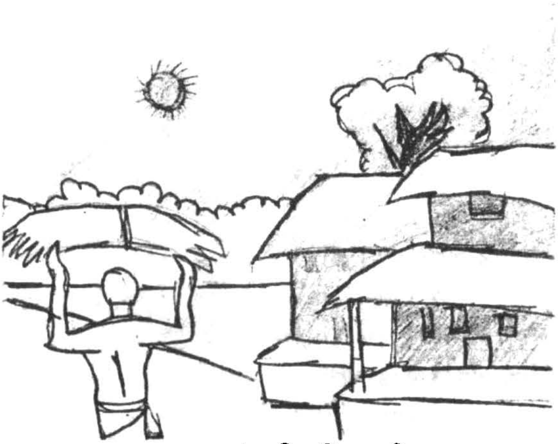
সন্দীপ সাহা (একাদশ শ্রেণী,
বীরভূম জেলা স্কুল)

হতেই হবে ইঞ্জিনিয়ার
মা বলছেন ডেকে।
ডাক্তার হও খোকন সোনা
বাবা বলেন হেঁকে।
কাকু বলেন, কবিতা লিখে
হবে মস্ত কবি।
কিংবা তুমি শিল্পী হয়ে
আঁকবে কত ছবি।
অধ্যাপকও হতে পারো
জ্যেঠু বলেন তাই,
মস্ত জটিল তত্ত্বগুলো
ব্যাখ্যা করা চাই।
মাসি বলেন, শচীন হবে
কিংবা হবে রাহুল,
শক্ত করো শরীরটাকে
মনে আনো বল।
দাদু বলেন, থামো থামো
আসল কথা কও,
নাতি আমার সত্যিকারের
আগে বড় হও।

শহুরের শখ

ইন্দ্রাণী চন্দ (দ্বাদশ শ্রেণী,
সিউড়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চ
বালিকা বিদ্যালয়)

মনটা ছিল ক্লান্ত খুবই,
'পলিউশন'-এর মধ্যে।
দম আটকানো ঘিঞ্জি শহরে
কাটিয়ে সকাল সন্ধ্যে।
বের হল তাই সবুজের খোঁজে
কলকারখানা ছাড়িয়ে—
মুক্ত গ্রাম্য বাতাসকে পেল
সবার নজর এড়িয়ে।
আটকে গেল মনটা আমার
গাছগাছালির ডালে,
চাপল যে এই মনটা আমার
ছোট্ট খড়ের চালে,
দৌড়ে গেল মনটা আমার
ঐ পুকুরের ঘাটে—
ঘুরতে ঘুরতে সকাল থেকে
সারাটা দিন কাটে।
দিনের শেষে ক্লান্ত দেহ
এলিয়ে বিছানায়
ভাবি—যদি এই দেহটাও
পারত যেতে গাঁয়......।



ঋতম ঘোষ, চতুর্থ শ্রেণি, বীরভূম জিলা স্কুল

আমার বোন

শর্মিষ্ঠা মণ্ডল (দশম শ্রেণী,
সিউড়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)

আমার বোন টিনা
করেনা কোন বায়না
পড়াশুনা করে যায়
সব কাজেই হাত লাগায়,
স্কুলে যেতে পছন্দ করে
গুরুজনদেরও মান্য করে
একটাই তার কাজ
শুধু সাজ আর সাজ
বলে চাই আমার অনেক শাড়ি
বেনারসী আর বালুচরী
সাথে চাই ম্যাচিং চুড়ি
আর গহনা ভুরি ভুরি।
বোন আমার ভারি মিষ্টি
যেন স্বয়ং মা ষষ্ঠী
নাচ, গান ভালই করে
কুস্তিটাও ভালই পারে
ঝগড়া করে না কারো সাথে
বলে সবাই আমার বন্ধু যে।



ঋদ্ধিমান ঘোষ
বীরভূম জিলা স্কুল, সপ্তম শ্রেণী

আগমনী

দেবলীনা মুখার্জী (নবম শ্রেণী)

আগমনীর খবর পেয়ে,
কাশ-শিউলি উঠল নেচে।

হিমের পরশ অঙ্গে লাগে।
সবার মনে পুলক জাগে।

শিশির ভেজা নতুন রূপ।
এলেন যে মা ধরিত্রীতে।

মাতল সবাই আনন্দেতে,
মাতল সবাই নতুন সাজে।

রইল সবার জন্য প্রীতি,
এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ রীতি।

বৃষ্টি

দেবারতি লোধ (দ্বাদশ শ্রেণী,
সিউড়ী আর. টি. গার্লস্ হাই স্কুল)

বৃষ্টি মানে মেঘলা দিনে
হারিয়ে যাবার পালা,
বৃষ্টি মানে অলস মনে
মাতাল জলধারা।
বৃষ্টি মানে আলোছায়ার
খেলা মনের মাঝে,
বৃষ্টি মানে মনের কোণে
ব্যাথ্যার সেতার বাজে।
বৃষ্টি মানে সবুজ, শীতল
ভালোবাসার ছোঁয়া,
বৃষ্টি মানে মিষ্টি জগৎ
সব হারিয়ে পাওয়া।

বিদ্যাসাগর

হেমন্ত কুণ্ডু (সপ্তম শ্রেণী,
তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতন)

জন্ম তব বাংলায়
মহান বাঙালি।
রচিলে বর্ণপরিচয়
শিক্ষার দীপ দিলে জ্বালি।
রচিয়া নব বিধান
ফিরাইয়া দিলে নারীর সম্মান।
মোদের দুঃখ করিয়া দূর
ধরায় আনিলে নব সুর।
পরিচয় তব দয়ার সাগর
তুমিই বিদ্যাসাগর।

লাগেজ

অর্ঘ্য সেন (নবম শ্রেণী,
সিউড়ী চন্দ্রগতি হাই স্কুল)

মামা-মামি কার্শিয়াঙে যাবেন বেড়াতে, জানি
সঙ্গে আছে জামা, জুতো আর দু বোতল ভরা মানি (?)
আরো আছে ; টেবিল, চেয়ার, টিভি, বাসন, থালা,
আয়না, চিরুনী, ফোন, ডায়রি, গামছা, দুখানা বালা।
দু-কাঁদি কলা, দু-ডজন ডিম, বাক্স, বেগুন মোমবাতি,
সাবান, স্যাম্পু, ফ্রিজ, আলনা, খাট আর চারটে ঝাড়বাতি।
দু'খানা ঝাড়ু, ডিক্‌শনারি, টাইপরাইটার, টেপ,
কম্বল-ধুতি, পাজামা, শাড়ি, কূর্তা, মশারি, লেপ।
শিবঠাকুরের মূর্তি তিনটে, পেনসিল আর দেয়াল ঘড়ি,
এসব নিয়ে মামা আর মামি, স্টেশনে ছোটেন তড়িঘড়ি।
ট্রেনে উঠে গিয়ে, বসে পড়েন যে ট্রেন দিল ধোঁয়া ছেড়ে,
মামা-মামি মোর সবই নিয়ে গেছে দুখানা টিকিট ফেলে।

শ্বশুর বাড়ি

অর্পণ দাস (একাদশ শ্রেণী,
বীরভূম জেলা স্কুল)

দিদি যাচ্ছেন শ্বশুর বাড়ি
সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়িতে আছে দুটি দাদা,
স্যুট পরেছে।
বড়ো দাদার হাতে ব্যাগ
ছোটোর হাতে মিষ্টি,
গাড়ি করে যাবেন দিদি
মোদের ছুটোছুটি।
ছুটোছুটি করতে গিয়ে
পড়ে গেলাম ভাই,
জামাইবাবু তুলে বলেন
কিছুই হয় নাই।



প্রতীক বক্সী
একাদশ শ্রেণি
সিউড়ী পাবলিক এণ্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাই স্কুল

ছোটদের ছড়ার কাগজ **ডিং ডং পিং পং** বিনিময়
নবম বর্ষ ◆ দ্বিতীয় সংখ্যা (শারদ–১৪১৫) ষাণ্মাসিক দশ টাকা মাত্র

খোলা-ডাক / ছাপা বিষয়

প্রাপকের নাম :........................

....

....

পোঃ...

জেলা..

পিন

আগামী সংখ্যা নববর্ষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।
সমস্ত লেখক-লেখিকার কাছে অনুরোধ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ এর মধ্যে সেরা লেখাটি পাঠান সম্পাদকের দপ্তরে।
লেখা মনোনয়নে সম্পাদকমণ্ডলী/বিভাগীয় সম্পাদকের নির্বাচন চূড়ান্ত।
—ডিং ডং পিং পং সম্পাদকমণ্ডলী

সমস্ত লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-সদস্য ও সুধী বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
ডিং ডং পিং পং
পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী
সম্পাদকীয় দপ্তর : বিবেকানন্দপল্লী,
কালিপুর, বড়বাগান, বীরভূম, ৭৩১১০৩

সম্পাদকীয় দপ্তর ছাড়াও
অনুদান, গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার
পাঠানোর ঠিকানা
অখিল সিনহা
(সহ-সম্পাদক)
(ডিং ডং পিং পং)
বাতিকার, বীরভূম, ৭৩১১৪৭
ফোন : (০৩৪৬২) ২৭৬৩৮৫
মোবাইল : ৯৪৭৫১৯১৪০০

সম্পাদকীয় দপ্তর ছাড়াও
ডিং ডং পিং পং-এর চিঠিপত্র ও
লেখা পাঠানোর ঠিকানা
প্রবীর কুমার দাস (প্রধান শিক্ষক)
(সহ-সম্পাদক, ডিং ডং পিং পং)
সুভাষপল্লী (হনুমান মন্দিরের পিছনে)
সিউড়ী, বীরভূম
ফোন : (০৩৪৬২) ২৫১৬১৫
মোবাইল : ৯৭৩২০৬৬৯৮৬

মহুয়া গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বিবেকানন্দপল্লী, কালিপুর, বড়বাগান, বীরভূম থেকে প্রকাশিত ও কমলা প্রিন্টার্স, বড়বাগান, সিউড়ী, বীরভূম (০৩৪৬২-২৫৬৫১৭) থেকে মুদ্রিত